মুজিবনগর হাসপাতালে রোগীদের খাবার নিম্নমানের ও কম দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের অল্প পরিমাণ মাছ-মাংস, নিম্নমানের এবং অনেক সময় খাওয়ার অনুপযোগী খাবার সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া এসব খাবার ক্রয়ে বাজারদরের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি মূল্য দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। সরকারি এ হাসপাতালে রোগীদের খাবার নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। ভুক্তভোগীদের দাবি, খাদ্য ক্রয়, সরবরাহ ও বিতরণে অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

জানা গেছে, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি রোগীদের নির্ধারিত পরিমাণে মুরগির মাংস, খাসির মাংস অথবা রুই মাছ দেওয়ার কথা।

কিন্তু বাস্তবে তার অনেক কম দেওয়া হচ্ছে। দুপুরের খাবারের জন্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে রাখা একটি পোনা মাছের টুকরার ওজন পাওয়া গেছে মাত্র ৬০ গ্রাম, যেখানে আড়াইশ গ্রাম ওজনের রুই মাছের টুকরা দেওয়ার কথা।

এছাড়া ২৮৯ গ্রাম মুরগির মাংস ও ৫০ গ্রাম আলু দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে একটি ছোট আলু এবং সর্বোচ্চ ৯৫ গ্রাম মাংস দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ১০০ গ্রাম টাটকা সবজির পরিবর্তে পরিবেশন করা হচ্ছে পেঁপেসহ বাসি ও পচা তরকারি।

রোগীদের অভিযোগ, খাবারের মানও ভালো নয়। অনেক সময় মাছ ঠিকমতো রান্না হয় না, ভেতরে কাঁচা থেকে যায়। ফলে চিকিৎসাধীন রোগীদের সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়ছে। বরাদ্দ অনুযায়ী পাঁচ গ্রাম চিনি দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক সময় সেটিও দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক রোগী।

খাদ্যসামগ্রী কেনাকাটায়ও মিলেছে বিস্ময়কর অসঙ্গতি। হাসপাতালের হিসাব অনুযায়ী ৫৫ গ্রাম ওজনের একটি পাউরুটির দাম ধরা হয়েছে ১৪

টাকা। বাজারে ৫ টাকা দামের কলা এবং ৭ থেকে ৯ টাকা দামের ডিমের মূল্য দেখানো হয়েছে ১৫ টাকা। আবার ৭৪ টাকা কেজি দরের উন্নতমানের চালের পরিবর্তে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি মূল্যের চাল সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, উন্নতমানের চালের নামে কম দামের চাল বস্তা পরিবর্তন করে হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রান্নায় বোতলজাত সয়াবিন তেল ও মানসম্মত মসলা ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে নিম্নমানের খোলা পাম অয়েল ও নিম্নমানের মসলা ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে খাবারের মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি রোগীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীদের খাবারের মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকির কথা। তবে রোগীর চাপের কারণে সব সময় মনিটরিং করা সম্ভব হয় না।

হাসপাতালের নথিতে উল্লেখিত ঠিকাদার মো. সাফায়েতের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। এছাড়া হাসপাতালের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার ঠিকানা জানাতে রাজি হননি।

মেহেরপুরের ঘোষপাড়ায় ক্রয়কৃত জমিতে মাদ্রাসা নির্মাণে বাঁধা

মেহেরপুরের শহরের ঘোষপাড়ায় ক্রয়কৃত জমিতে মাদ্রাসা নির্মাণ করতে গিয়ে বাঁধা ও হুমকির স্বীকার হচ্ছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় আদালত আসামিদের করা মামলা খারিজ করে দিলেও তারা বাঁধা ও হুমকি অব্যহত রেখেছে।

এ ঘটনায় মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আমিরুল ইসলাম মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্যর সুপারিশ নিয়ে মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত করেছেন ৮ জনকে।

তারা হলেন- মেহেরপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষ পাড়ার মৃত এহিয়া খন্দকারের ছেলে আব্দুর রশীদ, আব্দুস সাত্তার, আব্দুল মতিন, আব্দুল গনি, মেয়ে সাকিলা খাতুন পানতা, রোকিয়া খাতুন (বুড়ি), আব্দুস সালামের মেয়ে সামসুন্নাহার, শান্তি ।

অভিযোগে আমিরুল ইসলাম জানান, সাবেক ৫৯ নং মৌজার খতিয়ান নং- ২১০০, দাগ নং-৬৫৩০, আর.এস খতিয়ান নং-৮৭৬, দাগ নং-৬৫৩০, শ্রেণী- ভিটা, পরিমাণ ১০ শতক এবং আর.এস খতিয়ান নং-১১৮০, দাগ নং-৬৫৩১, পরিমাণ ৩.৫৬ শতকসহ ১৩.৫৬ শতাংশ জমি বৈধভাবে ক্রয় করি।

ক্রয়কৃত জমির উপর সবুজ ছায়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা নামে একটি দ্বিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। পরবর্তিতে পুরাতন টিনের ছাউনি অপসারণ করে স্থায়ীভাবে কংক্রিটের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শুরু করিলে বিবাদীগণ সংঘবদ্ধভাবে নির্মাণকাজে বাধা প্রদান করে এবং জোরপূর্বক কাজ বন্ধ করে দেয়। বিবাদীগণ অসৎ উদ্দেশ্যে ও পরস্পর যোগসাজশে আমার বিরুদ্ধে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪৫ ধারার মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করে। আদালত চলতি বছরের ১৪ মে মামলাটি খারিজ করে দেয়। এরপরেও আসামিরা বিভিন্ন কৌশলে উক্ত জমির খারিজ কার্যক্রম নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং আমার বৈধ মালিকানা ও ভোগদখলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আসামিরা বারবা্র আমাকে জমিতে প্রবেশ, নির্মাণকাজ পরিচালনায় বাধা প্রদান করে অবৈধ অর্থ দাবি করছে।

এ বিষয়ে আসামি আব্দুস সাত্তার বলেন, আমাদের মামলা কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। পরে আমি আমি জেলা জজ কোর্টে আবার মামলা করেছি। তারা টাকা দিয়ে কোর্টের মামলা খারিজ করে নিয়েছে, তা আমি মেনে নেব না। তিনি আরও বলেন, যার সাথে তারা জমি কিনেছে তার সাথে বুছে নেয়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ন কবির বলেন,‘ অভিযোগ পেয়েছি। যেহেতু জমি সংক্রান্ত বিরোধ, উভয় পক্ষকে ডাকবো। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

মেহেরপুর পৌর যুবদলের আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পৌর যুবদলকে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, পৌর যুবদলের আহবায়ক সামিউল ইসলাম লিজন, যুগ্ম আহবায়ক সুরুজ বাবু, রিপন খাঁন, জানাব আলী, তৌফিক ইসলাম শিমুল বিশ্বাস, সোহেল হোসেন, সদস্য সচিব নওশেদ আহমেদ রনি বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও সদস্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন শেখ মোঃ শরিফুল ইসলাম শরিফ, মফিজুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম উইলভার, ফিরোজ হোসেন,নজরুল ইসলাম নুরু, হুমায়ন কবীর, মিনারুল ইসলাম, সরোয়ার হোসেন, সজল খান, রফিকল ইসলাম রফিসহ আরও অনেক উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত বক্তারা বলেন, খুনি হাসিনার আমলে আমরা অনেক নির্যাতন নিপীড়ন হামলা মামলার খেয়ে রাজপথে ছিলাম, কিন্তু আজকে দেখছি আমাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, মূল্যায়ন করা হচ্ছে নেতাদের মামা খালা খালু চাচা এসকল নেতাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আমরা মেহেরপুর পৌর যুবদল একত্রিত হয়ে সামনে আমরা একসাথে থাকার অঙ্গীকার করেন।

আলোচনা সভার শেষে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়ে পাবলিক লাইব্রেরি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুরে সেচপাম্পের মোটর চুরি, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা মাঠ থেকে একটি সেচপাম্পের বৈদ্যুতিক মোটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় লিখিত

অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মল্লিকপাড়া এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মতিন তার স্ত্রী মোছা. উম্মে হানীর নামে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি অগভীর নলকূপ বুড়িপোতা মৌজার ভাঙড়া মাঠে অবস্থিত। নলকূপে একটি ৫ হর্স পাওয়ার (২২০ ভোল্ট) বৈদ্যুতিক সেচপাম্পের মোটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপন করা ছিল, যার আনুমানিক মূল্য ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা।

তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেন, গত ১৫ জুলাই দিবাগত রাত ১টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা সেচপাম্পের ঘরের তালা ভেঙে মোটর ও যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। পরে মোটরচালক রশিদুল ইসলাম ওরফে ছোট খোকা বিষয়টি জানালে তিনি ও তার স্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে চুরির সত্যতা দেখতে পান। পরে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিশ্চিত হন। এলাকায় ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করেও চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার কিংবা জড়িতদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এ ঘটনায় চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার এবং জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে তিনি সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন বলেন, “ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। খুব শিগগিরই চোর চক্রের সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব বলে আশা করছি।”

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়ও সেচপাম্পের মোটর চুরির একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এতে কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

গাংনীতে সরকারি দপ্তরে ঘুষ-দুর্নীতির প্রতিবাদে বিএনপির

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব ও গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলে বৃক্ষ রোপণ ও চারা বিতরণ

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ ও বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকালে স্কুল কর্তৃপক্ষের আয়োজনে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে চারা বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানি রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) প্রার্থ প্রীতম শীল এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস রেহানা ইয়াসমিন, সহকারী শিক্ষক খন্দকার বদরুদ্দোজা (শান্ত), শিক্ষিকা সেলিনা আফরোজা, নাজমা আক্তার, ফাতেমা খাতুন, শাহানা আক্তার, বিথী খাতুন, শাহিনা আফরোজ, রওশন আরা সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজায়নের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকলকে নিজ নিজ স্থানে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১০ টাই জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা এইচ. এন. সালাউদ্দিন মঞ্জু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সাজ্জাদ হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, জেলা কমান্ড্যান্ট আল-আমিন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, টিটিসির অধ্যক্ষ ড. শামীম হোসেন, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রাহিম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মিত্র, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ মাসুদ, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেদ আহমেদ, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীন, বন বিভাগের কর্মকর্তা এইচ. টি. হামিমসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সভায় জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি এবং সরকারি সেবার মানোন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted].[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted].[redacted].[redacted].[redacted].[redacted].[redacted].[redacted].[redacted].[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

সে গাংনী এতিমখানা ও মাদ্রাসার আবাসিক শিক্ষার্থী ছিল।

এতিমখানার সহকারী শিক্ষক তাওহিদুল ইসলাম দাবি করেন, সকালে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ফুলবাগানে কাজ করছিল। এ সময় হাসাইন কক্ষে ছিল। পরে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হতে দেখে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

তবে এতিমখানার একাধিক শিক্ষার্থীর দাবি, হাসাইনকে তারা কক্ষের ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে তাকে সেখান থেকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মাহাবুব নয়ন বলেন, “শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তার নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে মনে হয়েছে, তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হতে পারে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মুর্শেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে।’

ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬ এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।